নতুন ধারার দৈনিক
আমাদের সময়

উদগ্রীব শিক্ষার্থীদের ক্লাসে ফেরার দাবি ছড়িয়ে পড়ছে

এম এইচ রবিন
২৫ মে ২০২১ ০০:০০ | আপডেট: ২৪ মে ২০২১ ২২:৫৮

করোনার প্রাদুর্ভাবে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ রয়েছে প্রায় ১৪ মাস। গত বছরের ১৭ মার্চ থেকে শুরু। এর পর মেয়াদের পর মেয়াদ বাড়লেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার মতো পরিবেশ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি। কখনো পনেরো দিন, কখনো এক মাস আবার কখনো সাত দিন এভাবে ধাপে ধাপে বাড়ানো হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছুটি। দীর্ঘ সময় ধরে ক্লাসের বাইরে থাকা শিক্ষার্থীরা ক্লাসে ফিরতে মরিয়া। সোশ্যাল মিডিয়া যোগাযোগের মাধ্যমে আন্তঃশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ঐক্য গড়ে উঠেছে। এবার তারা দেশজুড়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার এক দফা দাবিতে একযোগে আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। গত বছরই করোনার প্রাদুর্ভাব বেড়ে যাওয়ার পর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ করে দেওয়ার পর দেশের বেশ কিছু উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হল খুলে দেওয়ার দাবিসহ প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়ার দাবিতে চলেছে আন্দোলন; এখনো চলছে অনেক প্রতিষ্ঠানে। অনলাইন প্লাটফরমে যেসব শিক্ষার্থী একাট্টা হচ্ছেন, তাদের সঙ্গে সঙ্গত কারণেই যোগ হবে পুরনো এসব আন্দোলনও।

দেশের সব রকম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের করোনাকালীন ছুটির বিষয়ে সরকারের পরিকল্পনা ও উদ্যোগ সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনির বক্তব্য জানার জন্য তার সঙ্গে যোগাযোগ করে আমাদের সময়। মন্ত্রী জানান, বুধবার (আগামীকাল) এ বিষয়ে তিনি প্রেসের মুখোমুখি হবেন। সেখানেই তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলাসহ পরীক্ষা ও পাঠদানের নানা বিষয় নিয়ে সরকারের আসন্ন পরিকল্পনার কথা তুলে ধরবেন।

শিক্ষার্থীরা জানায়, করোনার নামে স্কুল-কলেজ

ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর হল ক্যাম্পাস দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় সৃষ্টি হচ্ছে নানাবিধ সমস্যা। সেশনজট, পরীক্ষা, ল্যাব ক্লাস, চাকরির ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া, অর্থনৈতিক সংকট, শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানসিক চাপ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে

শিক্ষার্থীদের ছাত্র পরিচয়ের সংকট তৈরি হচ্ছে। কেউবা বেছে নিচ্ছে আত্মঘাতী কোনো পথ। সব মিলিয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর হল ও ক্যাম্পাস খুলে দেওয়ার দাবি।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা প্রসঙ্গে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. সৈয়দ মো. গোলাম ফারুক আমাদের সময়কে জানিয়েছেন, এ বিষয়ে তারা সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী পর্যায় থেকে নির্দেশনার অপেক্ষায় আছেন। ইতোমধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার জন্য একটি গাইডলাইনও প্রকাশ করা হয়েছে। সে অনুযায়ী বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাস নেওয়ার উপযোগী করার জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কার্যক্রম চলছে। বিদ্যমান করোনা সংক্রমণ পরিস্থিতি বিবেচনা করে এ সংক্রান্ত কারিগরি কমিটির সুপারিশ মোতাবেক সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

এদিকে অনলাইন প্ল্যাটফরম থেকে আন্দোলনের ডাক দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার দাবিতে গতকাল সোমবার সাধারণ শিক্ষার্থীর ব্যানারে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সড়কে মানববন্ধন করেছেন একদল শিক্ষার্থী। মানববন্ধনে যোগ দিয়েছেন বিভিন্ন স্কুল, কলেজ এবং বিশ^বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

এ সময় শিক্ষার্থীরা বলেন, দীর্ঘদিন হল ও ক্যাম্পাস বন্ধ থাকায় বিভিন্ন কারণে আমরা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছি। এ কর্মসূচি থেকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়ার দাবি জানিয়ে হুশিয়ার করা হয়, অন্যথা হলে দেশজুড়ে একযোগে আন্দোলন ছড়িয়ে দেওয়ার।

প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়ার দাবিতে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন প্রসঙ্গে রাজধানীর সরকারি তিতুমীর কলেজের এক শিক্ষার্থী বলেন, করোনার কারণে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা। দীর্ঘদিন প্রাতিষ্ঠানিক ক্লাস থেকে দূরে থাকা শিক্ষার্থীদের মধ্যে জন্ম নিয়েছে অশিক্ষা, অনৈতিক কর্মকা-সহ নানা অসামাজিক কার্যকলাপ; মনস্তাত্ত্বিক অন্যান্য বিপর্যয়ও ঘটছে তাদের।

অনলাইনভিত্তিক পড়াশোনায় অগ্রগতি কতদূর? এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে যারা নিম্নœ মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এসেছে, সেসব শিক্ষার্থী ল্যাপটপ ও ব্যয়বহুল ইন্টারনেটের কারণে অনলাইন ক্লাসে অংশগ্রহণ করতে পারছে না। এর উল্টোটাও আছে। অতিরিক্ত অনলাইন সুবিধা পেতে পেতে কুসুমকোমল বয়সেই অনেক শিক্ষার্থী আসক্ত হয়ে যাচ্ছে যা তাদের ভবিষ্যৎকে ফেলছে হুমকির মুখে। এতে সামাজিক অবক্ষয় বাড়ছে; বাড়ছে সাইবার ক্রাইমও।

ইডেন মহিলা কলেজের এক শিক্ষার্থী বলেন, ধাপে ধাপে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছুটি বাড়তে থাকায় ক্লাস থেকে দীর্ঘদিন বঞ্চিত শিক্ষার্থীরা মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। এ ক্ষতি করোনায় দৃশ্যমান ক্ষয়ক্ষতির তুলনায় অনেক বেশি ভয়াবহ।

মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী বলেন, ক্যাম্পাস খুললে করোনা হবে, কিন্তু ক্যাম্পাস বন্ধ থাকলে করোনা হবে না- এমন ভিত্তিহীন তত্ত্বের ওপর নির্ভর করে এভাবে কোটি কোটি শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবন ধ্বংস করা কখনই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়ার দাবিতে সারাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চলমান আন্দোলনের সর্বশেষ অবস্থা নিয়ে আমাদের প্রতিনিধি ও নিজস্ব প্রতিবেদকদের পাঠানো খবর-

চট্টগ্রাম ব্যুরো অফিস জানায়, করোনার কারণে লাগাতার বন্ধ থাকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার দাবি জানিয়েছেন চট্টগ্রামের সাধারণ শিক্ষার্থীরা। একই সঙ্গে তারা আবাসিক হল খুলে দেওয়া এবং করোনাকালের বেতন মওকুফেরও দাবি জানান। মানববন্ধনে শিক্ষার্থীরা প্রশাসনের কাছে প্রশ্ন করেন, ‘সব কিছুই সচল, অচল কেন শুধুই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান?’ গতকাল সকালে চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের সামনে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ব্যানারে নগরে এ মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়। এতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি), কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়সহ (কুবি) বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন।

জাবি প্রতিনিধি জানান, স্বাস্থ্যবিধি মেনে অবিলম্বে হল ও ক্যাম্পাস খুলে শিক্ষা কার্যক্রম স্বাভাবিক করার দাবিতে মানববন্ধন করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। গতকাল বেলা সাড়ে ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনার সংলগ্ন সডকে এ মানববন্ধন করেন তারা।

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি জানান, স্বাস্থ্যবিধি মেনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়ার দাবিতে টাঙ্গাইলে মানববন্ধনে অংশ নেন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা। গতকাল শহরের নিরালা মোড়ে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এ বিষয়ে মুঠোফোনে মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. মো. ইউনুছ মিয়া জানান, বহির্বিশ্বের শিক্ষা ব্যবস্থা যেভাবে চলছে, তা অনুকরণে ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস ও পরীক্ষা নেওয়া যেতে পারে।

বশেমুরবিপ্রবি সংবাদদাতা জানান, অবিলম্বে গোপালগঞ্জের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বশেমুরবিপ্রবি) হল ও বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়ার দাবিতে মানববন্ধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়টির সাধারণ শিক্ষার্থীরা। বেলা ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে দুই শতাধিক শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে এ মানববন্ধন রচনা করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. একিউএম মাহবুব বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার দাবিতে শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন করার অধিকার রয়েছে। করোনা ভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউ না এলে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়া হতো। তবে আশা করছি দ্রুতই শিক্ষার্থীদের টিকা নিশ্চিত করে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করবে সরকার।

কুবি প্রতিনিধি জানান, অবিলম্বে হল-ক্যাম্পাস-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে স্বাস্থ্যবিধি মেনে পরীক্ষা নেওয়ার দাবিতে মানববন্ধন করেন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুবি) সাধারণ শিক্ষার্থীরা। সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ রাস্তায় এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

নোয়াখালী প্রতিনিধি জানান, নোয়াখালী কারিগরি প্রশিক্ষণকেন্দ্র খুলে দেওয়ার দাবিতে নোয়াখালীতে মানববন্ধন করেন বিদেশ গমনেচ্ছু ব্যক্তিরা।

গাজীপুর প্রতিনিধি জানান, সবকিছু সচল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেন অচল, এক দফা এক দাবি- প্রতিষ্ঠান খুলে দিবি- লেখা প্ল্যাকার্ড হাতে ব্যস্ত রাস্তায় মানববন্ধন করেন শিক্ষার্থীরা। সকালে গাজীপুরের চান্দনা চৌরাস্তায় জাগ্রত চৌরঙ্গীর পাদদেশে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা মানববন্ধনে অংশ নেন।

রংপুর সংবাদদাতা জানান, স্বাস্থ্যবিধি মেনে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন রংপুরের শিক্ষার্থীরা। অন্যথায় সারাদেশে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলতে বাধ্য হবেন বলে হুশিয়ারি দেওয়া হয়। গতকাল রংপুর প্রেসক্লাব চত্বরে দাবি আদায়ে মানববন্ধন ও অবস্থান কর্মসূচি পালনকালে তারা এ হুশিয়ারি দেন।

ত্রিশাল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি জানান, অবিলম্বে হল-ক্যাম্পাস খুলে দেওয়ার দাবিতে আন্দোলনে নেমেছেন জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা। অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দিয়ে শিক্ষাকার্যক্রম স্বাভাবিক করার দাবি জানিয়েছেন তারা। দাবি বাস্তবায়নে গতকাল বেলা ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘চির উন্নত মম শির’ ফলকের পাদদেশে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মোহাম্মদ গোলাম সারওয়ার

১১৮-১২১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮

ফোন: ৫৫০৩০০০১-৬ ফ্যাক্স: ৫৫০৩০০১১ বিজ্ঞাপন: ৮৮৭৮২১৯, ০১৭৬৪১১৯১১৪

ই-মেইল : news@dainikamadershomoy.com, editor@dainikamadershomoy.com

নতুন ধারার দৈনিক আমাদেরসময়

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৯

Privacy Policy